R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুরে দেওয়াল লিখনে সিপিএম ছাড়া অন্য কোন দলই নামতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে সিপিএম নিজেদের দলের স্বপক্ষে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছে। প্রার্থী ঘোষণা এখনও হয়নি। তবুও তাদের দলের যে কেউ একজন প্রার্থী হচ্ছেন এ ব্যাপারে সিপিএম যতটা এগিয়ে আছে, অন্য বিরোধী দলগুলি ঠিক ততটাই পিছিয়ে। কারণ, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি 'বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট' এর মমতা ব্যানার্জীর প্রার্থীকে ছেড়ে দেবে, না নিজেদের প্রার্থী থাকবে—সেটা এখনও ঠিক হয়নি। যার জন্য মমতার বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট বা বিজেপি—যে কোন দলের দেওয়াল লিখনে বা প্রচারে নামতে দেরী। অন্যদিকে মহকুমার চার কংগ্রেসী বিধায়কের গতিবিধি এখনও পরিষ্কার নয়। এছাড়া মহকুমায় বিশেষতঃ জঙ্গিপুরে গত ৯৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরকারী উদ্যোগের অভাবে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে কেরোসিনের ব্যাপক সঙ্কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে রেশনে কেরোসিন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। চলতি সপ্তাহে কতটা পাওয়া যাবে এ ব্যাপারেও পরিষ্কার কোন উত্তর কোন মহল দিতে পারেনি। এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়—রঘুনাথগঞ্জের ইণ্ডিয়ান অয়েলের বিগ ডিলার রামকৃষ্ণ পাল হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁর ডিলারশীপ বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে তাঁর মাসে ১৪ ট্যাঙ্কি কেরোসিনের কোটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনিতে লোডশেডিং-এর দাপটে জনজীবন বিধ্বস্ত। তার উপর সামনে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। খোলা বাজারে বর্তমানে ১৪ টাকার নীচে ১ লিটার কেরোসিন মিলছে না। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার অবস্থা শোচনীয়। সাবডিভিশন্যাল কনট্রোলার (ফুড) জানান—তিনি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে কাগজপত্র ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওখান থেকে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের দপ্তরে জমা পড়েছে বলে খবর এসেছে। এখন সবকিছু করবেন এডিএম (জেনারেল)। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বললে উনি পরিষ্কার জানান—এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কোন লোক বা ডিলারস এসোসিয়েশন কেউ আমার সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনাও করেননি। নির্বাচনের মুখে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে যাতে কোন ক্ষোভ না দেখা দেয় তার জন্য আমরা জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ ও কেরোসিন সরবরাহ চালু রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে তদানীন্তন মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে কোন কারণে রামকৃষ্ণ পালের কেরোসিন লাইসেন্স সাসপেণ্ড করেন। সেই সময় ইণ্ডিয়ান অয়েলের ডিলার নয়নসুখের শিবনারায়ণ ভকতের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পালের কোটার তেল উমরপুর থেকে বেশ কিছুদিন এম আর ডিলারদের বিলি করা হয়েছিল।

একই রাতে দুই জায়গায় ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার দুটি স্থানে একই রাতে দুটি ডাকাতির ঘটনায় এতদঞ্চলের মানুষ বিশেষভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। খবর ৩৪নং জাতীয় সড়কে চৌধুরী পেট্রোল পাম্পে রাত ১১টা নাগাদ একদল দুর্বৃত্ত ঢুকে ডাকাতি করে। আক্রমণকারীরা বোমা ও পিস্তল দেখিয়ে পাম্পের কর্মচারীর কাছ থেকে নগদ ১৮ হাজার টাকা লুট করে। পাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি লরির ড্রাইভারের কাছ থেকেও ডাকাতরা বেশ কিছু নগদ টাকা ও দুটি হাতঘড়ি নিয়ে পালায়। ঐ একই রাতে এই থানার আইলেরউপর গ্রামের নন্দরাণী মণ্ডল নামে জনৈকা বৃদ্ধার বাড়ী আক্রমণ করে আট-দশজন দুর্বৃত্ত। বাড়ীতে একজন মাহিন্দার ছাড়া কেউ ছিল না। ডাকাতরা বৃদ্ধাকে প্রচণ্ড মারধোর করে তাঁর ১৮/২০ ভরি সোনা, বাসনপত্র ও নগদ কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুটি ঘটনাতেই কেউ এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

সাত ঘণ্টার অবস্থান চার ঘণ্টায় শেষ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ ডিসেম্বর কংগ্রেসের ডাকে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্থানীয় ফুলতলায় যে গণ অবস্থানের ডাক দেওয়া হয় তা শুরু হতে প্রায় ১১টা বেজে যায়। শেষ হয় তিনটার মধ্যে। অবস্থানটি ছিল মূলতঃ ভাগীরথীতে সেতু নির্মাণের, রাজানগরের ভাঙ্গা ব্রীজ নির্মাণের, পাটের ন্যায্য মূল্যের ও জঙ্গিপুরে মহিলা কলেজ নির্মাণের দাবীতে। অবস্থানে বেলা ১টায় এলাকার দুই বিধায়ক হবিবর রহমান ও মহঃ সোহরাবকে কিছু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। বহিষ্কার প্রসঙ্গে ।।

কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। তাঁহাকে লইয়া একটা সমাধান সোনিয়া গান্ধীর হস্তক্ষেপে হওয়ার পরই রাতারাতি অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই বহিষ্করণের জন্য কী কেন্দ্রীয়, কী প্রাদেশিক—মমতা বিরোধী কংগ্রেসীরা হয়ত স্বস্তি বোধ করিতেছেন এবং সিপিএম দল উল্লসিত হইয়াছে। এখন মমতার শক্তি খর্ব করা হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা জনপ্রিয় নেত্রী। তাঁহার নিষ্ঠা, সততা, দলের প্রতি নির্লোভ আনুগত্য, সংগ্রামী আদর্শের প্রতি অবিচলতা, অত্যন্ত সরল-সাধারণ জীবনযাত্রা কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি ধান্ধাশূন্যতা ইহার কারণ। তাই তাঁহার ডাকে তিনি অভাবনীয় সাড়া পাইয়াছেন একাধিকবার। তিনি জনদরদী, তাই এত জনপ্রিয়। তিনি বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অত্যাচারের শিকার হইয়াছেন; তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে; তবু তাঁহার মত ও পথে তিনি ছিলেন অটল। আসমুদ্রহিমাচলের মানুষ তাহা দেখিয়াছেন। অনেক কংগ্রেসী 'কেষ্টবিষ্টু'-র তাঁহার মত ক্যারিশমা বা ভাবমূর্তি না থাকায় তাঁহারা অনেকটা হীনমন্যতায় ভুগিতেছিলেন। হাতে ক্ষমতা থাকায় তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মমতাপ্রিয় মানুষের হৃদয়াসন হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা যাইবে কিনা তাহাই প্রশ্ন। কংগ্রেস হইতে মমতার বিদায়ে ধান্ধাবাজরা নিশ্চিন্ত হইলেন।

মমতা তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করিয়াছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি এই দলের হইয়া লড়িবেন। এই রাজ্যে এখন মমতা-বিরোধী শিবির দুইটি হইল। একটি সিপিএম অপরটি কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলি তাঁহার নামে নানাপ্রকার 'স্ক্যাণ্ডালিং' শুরু করিবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মমতা-বিরুদ্ধ মনোভাব গড়িয়া তুলিবার নানা চেষ্টা চলিবে। তাঁহার অনুরাগীদিগকে প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টাও চলিবে। মমতাশিবিরে তাঁহার বিরোধী কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন। যদিচ মমতার মূল লড়াই যাহা এতকাল দলীয় হাইকম্যাণ্ডের দ্বারা তেমন দানা বাঁধিতে পারিতেছিল না, বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য কংগ্রেস দলের 'হুইপ' মানিয়া চলিবার প্রশ্ন তাঁহার আর নাই। তিনি মুক্তভাবে নিজকর্মপথে চলিতে পারিবেন। তবে তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী, তাঁহারা অন্যের নির্দেশপুষ্ট কিনা, তাহা তাঁহাকে ভালভাবে বুঝিয়া চলিতে হইবে। তিনি একজন সাচ্চা 'কমিটেড' কর্মী। তাঁহার তৃণমূল কংগ্রেস দলকে তাঁহার অনুরাগীরা যদি মনেপ্রাণে সমর্থন করিয়া নির্বাচনী রায় দেন, তবে মমতার নিরলস নিঃস্বার্থ পরিশ্রম সার্থক হইতে পারিবে। মমতার বিরুদ্ধে প্রচারে একদিকে যেমন সিপিএম তুমুল বিক্রমে নামিবে, তেমনি কংগ্রেস দলও চালাইবে। এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তাঁহার অনুরাগী ও তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদিগকে। এই শক্তির পরীক্ষায় মমতা কতটা সফল হইবেন, তাহাই দেখার। আর মমতাকে সরাইয়া দিয়া কংগ্রেস কতটা শক্তিশালী হয়, তাহাও দেখার। ভাল ভাল কংগ্রেসকর্মী দলত্যাগ শুরু করিয়াছেন।

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

'সত্য সেলুকাস—কি বিচিত্র এই দেশ!' একটা নাটকের সংলাপ, কিন্তু কি সুন্দরভাবে এ দেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য! যোগ্যলোক এদেশে সম্মান পায় না, পদে পদে হয় লাঞ্ছিত। এখানে যে কেনে চাকুরীতে একটা যোগ্যতার মাপকাঠি ঠিক করে দেওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক সক্ষমতা—ফুট ইঞ্চি দিয়ে মাপ করে দাঁড়িপাল্লায় ওজন দেখে দৌড়-ঝাঁপ করিয়ে, মেধার পরীক্ষা দিয়ে এবং তারপরেও দৃষ্টিশক্তি থেকে শুরু করে শারীরিক আরও অনেক পরীক্ষা করিয়ে প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়। সব চাইতে মজার কথা এরপর আবার পুলিশের সার্টিফিকেট বা ছাড়পত্র লাগে, আর এ ছাড়পত্র পেতে একজন সৎ প্রার্থীকেও কি করতে হয় তা তো সকলেরই জানা। এর বাইরেও একদল চাকুরী পায় স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সব দপ্তরেই, শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতির নিরিখে। ফলস্বরূপ স্কুল কলেজে শিক্ষার অবনতি—যারা নিজেরাই কিছু জানে না তারা অপরকে কি শিক্ষা দেবে। নিয়মানের সার্টিফিকেট টুকুই তাদের সম্বল। যারা কিছু জানে তারা নিজেদের 'প্রাইভেট চেম্বার' নিয়ে ব্যস্ত!

কিন্তু রাজনীতি করতে কোন যোগ্যতারই প্রয়োজন হয় না! দৃষ্টিশক্তিহীন, হেঁপো-রোগী, মুর্খ, যুবক থেকে বৃদ্ধ কিংবা অতি বৃদ্ধ সবারই জন্য রাজনীতির দরজা খোলা। এঁদের মধ্য থেকেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন, সুযোগ পেলে মন্ত্রীও হন। নেতা থেকে বড় নেতা! যোগ্যতা কি? না জনগণের মধ্যে কাজ করবার অভিজ্ঞতা! কি সে কাজ? চোর, গুণ্ডা, স্মাগলার, মাফিয়াদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল! অবশ্য লেনদেনের বিনিময়ে! কোন কোন নেতা তো নিজেরাই নাকি খুনী—প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে! না এঁদের নেতা হ'তে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় না পুলিশের সার্টিফিকেটের! পুলিশকে ট্যাকে গুঁজে ডঙ্কা মেরে রাজনীতি করে যান। সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে এরা ওস্তাদ। বড় নেতা তিনিই হন—যিনি বহু মানুষকে বহুদিন ধরে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখতে পারেন। কথায় আছে অল্প মানুষকে বহুদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়, বহু মানুষকে অল্পদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কিন্তু বহু মানুষকে চিরদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না! কিন্তু একথা ভাবার সময় রাজনীতির নেতাদের কথা কি ভাবা হয়েছিল! বোধহয় না—এঁরা সব মানুষকে না হলেও বহু মানুষকে বহুদিন বোকা বানিয়ে রাখতে পারেন—পারেন ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। কুম্ভকর্ণের দেশে মানুষ ঘুমিয়ে থাকতেই ভালবাসে!

'মানুষকে ভাগ করে রাখ, তাদের শাসন এবং শোষণ কর।' এই মন্ত্রটা নেতারা ভাল করে জানেন। দেশটা এক সময়ে বিদেশী শাসনে পরাধীন ছিল। তা সেই বিদেশীরা ঐ মন্ত্রটাই কাজে লাগিয়েছিল। বিদেশীরা চলে গেলেও দেশীয় নেতারা কিন্তু মন্ত্রটাকে ভাল করে রপ্ত করেছেন। মানুষকে ভাগ করে রাখ, কখনও তাদের এক হ'তে দিও না। কারণ যদি কখনও এক হয়—সর্বনাশ হয়ে যাবে, লুটেপুটে খাবার দিন শেষ হয়ে যাবে, মানুষের জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে! অতএব মানুষকে বোকা বানাও, ধোঁকা দাও, নিজেদের আখের গুছিয়ে নাও। সব মানুষ ঘুমিয়ে থাক। অতন্দ্র প্রহরীর মত নেতারা রয়েছেন—লক্ষ্য রাখছেন—কেউ যেন ঘুম থেকে জেগে না ওঠে, কুম্ভকর্ণের দেশের ট্রাডিশানটা যেন বজায় থাকে! (ক্রমশঃ)

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

বলাকার নাটক 'বাকি ইতিহাস'

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর নাটক 'বাকি ইতিহাস' অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের রচয়িতা বাদল সরকার ও পরিচালক ছিলেন অভীক সান্যাল। কণা ও সীতানাথের ভূমিকায় যথাক্রমে সুস্মিতা সান্যাল ও সুনীথ চ্যাটার্জীর অভিনয় উল্লেখ করার মতো। এছাড়া স্কুলের সম্পাদকমশাই অম্বুজাপদ রাহার নাটকে ক্ষণিক উপস্থিতি হলেও নাট্যকৌশল অনুকরণীয়। নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চে মাইক্রোফোন ব্যবহার না করে ভালই করেছেন। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কুশীলবদের সংলাপের সঙ্গে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার একটু বাড়ালে দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যে একই মঞ্চসজ্জায় শ্রোতাদের একঘেয়েমী ও বিরক্তি অনেকটা লাঘব হতো বলে মনে হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের নাট্যপ্রেমীদের পছন্দকে মাথায় রেখে স্থানীয় নাট্যগোষ্ঠীগুলি নাটক মঞ্চস্থ করলে শ্রোতা সমাগম বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে নাট্যপ্রেমীদের ধারণা।

গম চাষ বাড়াতে মাটি পরীক্ষা দরকার

—মুখ্য কৃষি আধিকারিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক অনিমেষ রায় গম উৎপাদন বাড়াবার জন্য কি কি পদ্ধতি নেওয়া যায় তা বোঝাতে কৃষক প্রশিক্ষণ ও কৃষি মেলার আয়োজন করেন ১৯ ডিসেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে। মেলায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সরোজকুমার সান্যাল। জেলা ও ব্লক স্তরের অফিসারগণ এবং প্রতি ব্লকের দুজন চাষী উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণে আধিকারিক বলেন—বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকদের মতে গম চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে মাটি পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। নূতন গম বীজ আবিষ্কার করতে ১০ বছর লাগে। যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা বিমল ভট্টাচার্য্য বলেন—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্য ধান, গম ও ডাল শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। জমিতে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। ডাঃ পি, সেন বলেন ২৪০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা রাখতে হবে। বহরমপুর ব্লকের বাসুদেবখালি ও মুর্শিদাবাদ ব্লকের চুনাখালিতে যেভাবে গম উৎপাদন করা হয়েছে, সে ভাবে সকল ব্লকে গম চাষ করতে হবে। বাসুদেবখালির জনৈক কৃষক পরীক্ষিত মণ্ডল গত বছর কিভাবে গমের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল তার বর্ণনা দেন। আর এক কৃষক হরিপদ সরকার বলেন—নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে গম চাষ করতে হবে।

ব্লক ছাত্র যুব উৎসব উদযাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর বালিয়া নেতাজী সংঘের সহযোগিতায় গত ১৩-১৬ ডিসেম্বর বালিয়া মাঠে ব্লক ছাত্র যুব উৎসব '৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেতাজী সংঘের সভাপতি বিজনকুমার সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন কমলারঞ্জন প্রামাণিক। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী, ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ নুরজ্জমান উৎসবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। ১৩ ডিসেম্বর দৌড়, হাইজাম্প, লং জাম্প ও তীরন্দাজী অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ কাবাডি, খো-খো, ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। ১৫ সংগীত, তবলা, বাঁশির অনুষ্ঠান হয়। সাগরদীঘির সান্ত্বনা ধারা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৬ কবিতা, বসে আঁকো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে দোহাইল ক্লাব ও নেতাজী সংঘ ক্লাব বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। সাগরদীঘির জয়েন্ট বিডিও বাসুদেব রায় চৌধুরী সাগরদীঘির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার দিকে সকলকে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা চক্র

ফরাক্কা : গত ২১ ডিসেম্বর স্থানীয় রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে লিভার পুল ক্লাবের উদ্যোগে একটি সংস্কৃতি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জনগণের আশা ও প্রত্যাশার উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় সেই মঞ্চে। আলোচনায় প্রধান বক্তা ছিলেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত ও স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন।

জলবিভাজিকা প্রকল্প প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি : এই ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক ব্লক কৃষি খামারে জলবিভাজিকা প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন গত ১৭—১৯ ডিসেম্বর। ৬২ জন মহিলা ও ৯৩ জন মিত্র কৃষাণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি জানে আলম মিঞা বলেন বালিয়া জলবিভাজিকা প্রকল্পে যেভাবে কৃষি বিস্তার লাভ করেছে এবার কৃষি শিল্পকে সেভাবে বিস্তার লাভ করাবার চেষ্টা করাতে হবে। বিডিও অজয়কুমার ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও বাসুদেব রায় চৌধুরী, কৃষিবিদ সরোজকুমার বোস, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত দত্ত বক্তব্য রাখেন। সদানন্দ মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী মুখ্য কৃষি আধিকারিক অনিমেষ রায় প্রমুখ চাষের নানান দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ১ ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রয়াত কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হবে বলে জানা যায়। কলকাতা থেকে শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির অন্যতম সদস্য সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন এই উপলক্ষ্যে ডাঃ অমিয় হাটী ও বহ্নি রায়কে আহ্বায়ক করে ডাঃ বিনায়ক রায়কে সভাপতি নির্বাচিত করে একটি কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি নিম্নরূপ সূচী পালন করবেন বলে জানানো হয়। আগামী শ্রীপঞ্চমী ১ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় একটি মূল সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়াত সরস্বতীর মূল কাব্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জঙ্গিপুর হাই স্কুলে যেখান থেকে বিষ্ণু সরস্বতী ম্যাট্রিক পাশ করেন, সেখানে একটি স্থায়ী পুরস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কার্য্যনির্বাহক কমিটি শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তাঁর গুণগ্রাহী সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

এনটিপিসির পরিচালনায় বইমেলা

ফরাক্কা : স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস বাড়াতে ফরাক্কা এনটিপিসির পরিচালনায় ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের স্থায়ী টাউনশিপ পূবারুণে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর একটি বইমেলা হয়ে গেল। এই মেলায় কলকাতা, দিল্লী, মালদা ও বহরমপুরের বহু প্রকাশক তাঁদের পুস্তকাবলী নিয়ে যোগ দেন। এনটিপিসির জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকী প্রসাদ ১২ ডিসেম্বর সকালে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে টাউনশিপ সংলগ্ন বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রীকে পৌরকর্মীদের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর পৌরসভায় পৌরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্যকে মুর্শিদাবাদ জেলা পৌর শ্রমিক কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শৈলেন মুখার্জীর নেতৃত্বে একদল পৌরকর্মী এক ডেপুটেশন দেন। সমিতির প্রধান দাবীগুলির মধ্যে বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জ—আজিমগঞ্জ পৌরসভার শ্রমিক কর্মচারীদের প্রায় দশ মাসের বেতন বাকীর আশু সমাধান ; বহরমপুর, কান্দী, জিয়াগঞ্জ—আজিমগঞ্জ পৌরসভায় কংগ্রেস বোর্ড দ্বারা অবৈধ নিয়োগ ও অর্থ নয়ছয় করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঐ সব পুরসভায় কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। মন্ত্রী দাবীগুলি বিবেচনা করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

পঃ বঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের ষ্টিয়ারিং কমিটির সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর পঃ বঃ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের ষ্টিয়ারিং কমিটির জেলা পরিষদ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পুরসভার অতিথিশালায়। উদ্বোধন করেন রাজ্য কমিটির সাঃ সম্পাদক পরেশ অধিকারী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছায়া ঘোষ প্রমুখ। সভা শুরুর প্রথম দিন থেকেই সভ্যদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার অভাব দেখা যায়। বিশৃঙ্খল কাজের ধারাও লক্ষ্য করা যায়।

মহকুমা ফেডারেশনের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি ফুলতলায় এগ্রিমেক অফিসে মহকুমা ফেডারেশন ডেপুটেশন দেয়। সরকারী গাড়ি ও টাকার অপব্যবহার, অফিস অ্যাটেনডেন্স, লগবুক না মানা, কর্মচারীদের স্থায়ী করার দাবী নিয়ে এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সম্পাদক মর্জেম হোসেন, বিজয় মুখার্জী প্রমুখ।

কোন দলই নামতে পারেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রার্থীদের হয়ে যে সব কংগ্রেস কর্মী প্রচারে নেমেছিলেন, তাদের সিংহভাগ সক্রিয় কর্মীই বর্তমানে মমতাপন্থী দলের সমর্থক হয়ে পড়েছেন। জঙ্গিপুরে বিশেষতঃ রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের পরিশ্রমী ও সক্রিয় কর্মীদের অভাবহেতু কংগ্রেস বিধায়ক হবিবুর রহমানের অবস্থা সহায়সম্বলহীন। তিনি এখনও তৃণমূল কংগ্রেসীদের প্রদেশ কংগ্রেসের দিকে আনার মরীয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। তাই তাঁদের কর্মীর স্বল্পতাহেতু নির্বাচনী ময়দানে নামতে স্বভাবতই দেরী হবে। অন্যদিকে গতবারের কংগ্রেস সাংসদ ইদ্রিশ আলী অসুস্থ অবস্থায় গত মঙ্গলবার তাঁর লালবাগ বাসভবনে মারা গেছেন। সে কারণে কংগ্রেসকে এবার নতুন প্রার্থীর খোঁজ করতে হবে। তাই জঙ্গিপুরে আপাততঃ নির্বাচনী প্রচারে সিপিএম বরাবরের মতো এবারও এক কদম এগিয়ে আছে বলা যায়। সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব জানান, আমরা ব্লকে ব্লকে কর্মীসভা শুরু করে দিয়েছি। কিছুদিনের মধ্যে দেওয়াল লিখনও শুরু করব। তবে যেসব কর্মী তৃণমূল কংগ্রেস করছিলেন তাদের অনেককেই আমরা কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিতে পারবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, বিজেপির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী জোট বাঁধায় অনেক তৃণমূল কর্মী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মূল কংগ্রেসে ফিরে আসছে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সবার সেরা বাটার জুতো

ছেলে বুড়ো তরুণ-তরুণী সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই বাটার জুতো। জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই 'বাটা'। বাটার সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই বাটার জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯